ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম পর্ব: আল-ফিকহ বিভাগ

ফিকহ ৫ম পত্র: দিরাসাতুল ফাতাওয়া (পত্র কোড-৬৩১১০৫)

ক বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্ন

(مجموعة (أ) - اجب عن ثمانية فقط)

[যে-কোনো ৮টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; মান- ১০×৮=৮০]

গ্রন্থকার পরিচিতি

প্রশ্ন-০১: ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফীর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখুন, যার মধ্যে তাঁর সম্পূর্ণ নাম, বংশ, কুনিয়াত (উপনাম) এবং উপাধি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। [اكتب سيرة مفصلة عن الإمام سراج الدين الحنفي، متضمنة اسمه الكامل، ونسبه، وكنيته، ولقبه.]

প্রশ্ন-০২: ইমাম সিরাজুদ্দীন কখন এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন এবং প্রথমিক জ্ঞানার্জন কেমন ছিল? [متى وأين ولد الإمام سراج الدين؟ وما هي نشأته العلمية المبكرة وتعليمه الأولي؟]

প্রশ্ন-০৩: ইমাম সিরাজুদ্দীন যে সকল প্রখ্যাত শায়খদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর। [اذكر أشهر شيوخ الإمام سراج الدين الذين أخذ عنهم العلم، وما هي أبرز العلوم التي تلقاها على أيديهم؟]

প্রশ্ন-০৪: জ্ঞানার্জনের জন্য ইমাম সিরাজুদ্দীন-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফরগুলো কী কী? এবং এ সফরগুলো তাঁর জ্ঞানের বিকাশে কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল? [ما هي أهم رحلات الإمام سراج الدين في طلب العلم؟ وكيف أثرت هذه الرحلات في تكوينه العلمي؟]

প্রশ্ন-০৫: ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফীর সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে তাঁর ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং আলেমগণ তাঁর সম্পর্কে কী কী মন্তব্য করেছেন? [تحدث عن مكانة الإمام سراج الدين العلمية بين علماء عصره - وما هي الأقوال التي قالها العلماء فيه؟]

প্রশ্ন-০৬: ইমাম সিরাজুদ্দীন-এর রচিত গ্রন্থগুলোর নাম বর্ণনা কর এবং সেগুলোর প্রধান আলোচ্যবিষয় উল্লেখ কর। [بين عدد مؤلفات الإمام سراج الدين واذكر موضوعاتها الرئيسية.]

প্রশ্ন-০৭: ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফীর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিশিষ্ট গুণাবলী ও মর্যাদাগুলো কী কী? [ما هي أبرز مناقب وصفات الإمام سراج الدين الشخصية والعلمية؟]

গ্রন্থ পরিচিতি

প্রশ্ন-০৮: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি প্রদান কর। এর লেখকের সম্পূর্ণ নাম ও তাঁর ইন্তেকালের তারিখ কী? [عرف كتاب الفتاوى السراجية تعريفا وافيا - وما هو اسم مؤلفه بالكامل وتاريخ وفاته؟]

প্রশ্ন-০৯: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থে লেখকের রচনা পদ্ধতি (মানহাজ) ব্যাখ্যা কর। তিনি কীভাবে ফিকহী অধ্যায় ও মাসয়ালাগুলো বিন্যস্ত করেছেন? [اشرح منهج المؤلف في كتابه الفتاوى السراجية - وكيف قام بترتيب الأبواب والمسائل الفقهية؟]

প্রশ্ন-১০: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এর মাসয়ালা সংগ্রহ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে ইমাম সিরাজুদ্দীন কোন কোন ফিকহী উৎসের উপর নির্ভর করেছেন? [ما هي المصادر الفقهية التي اعتمد عليها الإمام سراج الدين في جمع وتحرير مسائل الفتاوى السراجية؟]

প্রশ্ন-১১: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থটি রচনার কারণ কী? এবং তা কি গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে? [ما هو سبب تأليف كتاب الفتاوى السراجية؟ وهل ذكر في مقدمة الكتاب؟]

প্রশ্ন-১২: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এর এমন কিছু মাসয়ালার উদাহরণ ব্যাখ্যা কর যা লেখকের সূক্ষ্মতা এবং ফিকহী জ্ঞানের প্রশস্ততা প্রকাশ করে। [تناول بالشرح نماذج من مسائل الفتاوى السراجية التي تظهر دقة المؤلف وسعة اطلاعه الفقهي.]

প্রশ্ন-১৩: হানাফী মাযহাবের ফিকহী অধ্যয়নের উপর 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থের শিক্ষাগত ও বাস্তবিক প্রভাব কী? বর্ণনা কর। [ما هو الأثر العلمي والعملي لكتاب الفتاوى السراجية على الدراسات الفقهية في المذهب الحنفي؟ بين.]

গ্রন্থকার পরিচিতি

প্রশ্ন-০১: ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফীর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখুন, যার মধ্যে তাঁর সম্পূর্ণ নাম, বংশ, কুনিয়াত (উপনাম) এবং উপাধি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
اكتب سيرة مفصلة عن الإمام سراج الدين الحنفي، متضمنة اسمه الكامل، ونسبه، وكنيته، ولقبه.)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি ফিকহ ও ফাতওয়া শাস্ত্রের ইতিহাসে যে কয়জন মনিষী তাদের লেখনী ও পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন, ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) তাদের মধ্যে অন্যতম। হানাফি মাযহাবের ফাতওয়া বিভাগে তাঁর রচিত 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' একটি নির্ভরযোগ্য ও কালজয়ী সংযোজন। একজন ফিকহ শিক্ষার্থীর জন্য এই মহান ইমামের নাম, বংশ ও পরিচিতি জানা অত্যন্ত জরুরি।

২. নাম ও বংশ পরিচয় (الاسم والنسب): ইমামের নাম ও বংশ পরিচিতি বিশ্লেষণ করলে তাঁর আভিজাত্য ও পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠ্যক্রম ও ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে তাঁর পরিচিতি নিম্নরূপ:

- **মূল নাম (الاسم):** তাঁর আসল নাম হলো **'আলী'** (علي)। হাদিস ও ফিকহ বিশদভাবে চর্চার জন্য এই নামটি মুসলিম সমাজে অত্যন্ত বরকতময় হিসেবে গণ্য হয়।
- **পিতার নাম:** তাঁর পিতার নাম **'উসমান'** (عثمان)। অর্থাৎ তিনি উসমানের পুত্র আলী।
- **বংশের ধারা:** বংশগতভাবে তিনি আরবের বিখ্যাত 'তাইতে' বা 'বনু তাঈ' গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত। দানবীর হাতেম তাঈ এই গোত্রেরই লোক ছিলেন। বংশীয় এই সম্পর্কের কারণে তাঁর নামের শেষে **'আত-তাইয়ী'** (الطائي) ব্যবহার করা হয়।

৩. কুনিয়াত বা উপনাম (الكنية): আরবি প্রথা অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শনের জন্য মনিষীদের কুনিয়াত বা উপনাম ব্যবহার করা হয়। ইমাম সিরাজুদ্দীনের কুনিয়াত হলো **'আবু মুহাম্মদ'** (أبو محمد)। অর্থাৎ তিনি মুহাম্মদের পিতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

৪. লকব বা উপাধি (اللقب): তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, দ্বীনি খেদমত এবং ফিকহী দূরদর্শিতার স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন আলেম সমাজ ও জনগণ তাঁকে একটি বিশেষ লকব বা উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর লকব হলো **'সিরাজুদ্দীন'** (سراج الدين)।

- **অর্থ:** 'সিরাজ' শব্দের অর্থ প্রদীপ বা বাতি এবং 'দ্বীন' শব্দের অর্থ ধর্ম। অর্থাৎ 'সিরাজুদ্দীন' অর্থ হলো 'দ্বীনের প্রদীপ'। ফিকহ ও ফাতাওয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন মাসয়ালায় তিনি সত্যিই প্রদীপের ন্যায় আলো ছড়িয়েছেন।

৫. নিসবাহ বা জন্মস্থান ও মাযহাব (النسبة والمذهب): তাঁর নামের শেষে দুটি নিসবাহ বা সম্বন্ধসূচক পদ ব্যবহার করা হয়, যা তাঁর জন্মস্থান ও ফিকহী মতাদর্শের পরিচয় বহন করে:

- **আল-ওশি (الأوشي):** তিনি মধ্য এশিয়ার ফারগানা উপত্যকার ঐতিহাসিক 'ওশ' অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। জন্ম ও বাসস্থানের দিকে সম্বন্ধ করে তাঁকে 'আল-ওশি' বলা হয়।

- **আল-হানাফি (الحنفي):** ফিকহী মাসয়ালা ও শরঈ বিধান আহরণের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)-এর উসুল বা মূলনীতি অনুসরণ করতেন। হানাফি মাযহাবের একজন শক্তিশালী ফকীহ হওয়ার কারণে তাঁকে 'আল-হানাফি' বলা হয়।

৬. পূর্ণাঙ্গ নাম একনজরে: উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাম ও পরিচিতি হলো: **সিরাজুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আলী বিন উসমান আত-তাইয়ী আল-ওশি আল-হানাফি** (سراج الدين أبو محمد علي بن عثمان الطائي الأوشي الحنفي)।

৭. বিখ্যাত গ্রন্থ: তাঁর পরিচিতির অন্যতম স্মারক হলো তাঁর রচিত গ্রন্থ **'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'** (الفتاوى السراجية)। কামিল শ্রেণিতে পাঠ্য এই কিতাবটি প্রমাণ করে যে, তিনি ফিকহী খুঁটিনাটি বিষয়ে কতটা দক্ষ ছিলেন।

৮. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) ছিলেন তাঁর সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ। তাঁর 'আত-তাইয়ী' বংশমর্যাদা, 'সিরাজুদ্দীন' উপাধি এবং 'আল-হানাফি' নিসবাহ প্রমাণ করে যে, তিনি বংশ, জ্ঞান এবং মাযহাব—সকল দিক থেকেই এক অনন্য উচ্চতায় আসীন ছিলেন।

প্রশ্ন-০২: ইমাম সিরাজুদ্দীন কখন এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন এবং প্রাথমিক জ্ঞানার্জন কেমন ছিল?
(متى وأين ولد الإمام سراج الدين؟ وما هي نشأته العلمية المبكرة وتعليمه الأولي؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): যেকোনো মনিষীর জীবন ও কর্ম সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য তাঁর জন্মস্থান, সময়কাল ও বেড়ে ওঠার পরিবেশ জানা অত্যন্ত জরুরি। ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) এমন এক উর্বর জনপদে জন্মগ্রহণ করেন, যা ছিল ইলম, আলেম ও আধ্যাত্মিক সাধকদের চারণভূমি। তাঁর শৈশব ও শিক্ষাজীবন ছিল জ্ঞানপিপাসুদের জন্য অনুকরণীয়।

২. জন্মস্থান (مكان الولادة): ইমামের নামের সাথে **'আল-ওশি'** (الأوشي) নিসবাহটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই শব্দটি তাঁর জন্মস্থানের পরিচয় বহন করে।

- **ওশ (أوش):** তিনি ঐতিহাসিক 'ওশ' নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ওশ হলো ফারগানা উপত্যকার (বর্তমান কিরগিজস্তান) একটি প্রাচীন শহর।
- **ভৌগোলিক ও ইলমী গুরুত্ব:** সে যুগে ফারগানা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো (যেমন বোখারা, সমরকন্দ) ছিল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের, বিশেষ করে হানাফি ফিকহের প্রাণকেন্দ্র। এমন একটি ইলমী পরিবেশে জন্মগ্রহণ করা ছিল তাঁর জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

৩. জন্ম তারিখ (تاريخ الولادة): ইমাম সিরাজুদ্দীনের সুনির্দিষ্ট জন্ম তারিখ সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এবং পাঠ্যবইয়ে এর সুনির্দিষ্ট উল্লেখ সচরাচর পাওয়া যায় না। তবে তাঁর মৃত্যুসালের (৫৭৫ হিজরি বা ৫৬৯ হিজরি) ওপর ভিত্তি করে গবেষকগণ ধারণা করেন যে, তিনি **হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে** জন্মগ্রহণ করেন। এটি ছিল ইসলামী ফিকহের স্বর্ণযুগ পরবর্তী এক গুরুত্বপূর্ণ সময়, যখন ফাতওয়া সংকলনের কাজ জোরেশোরে চলছিল।

৪. প্রাথমিক শিক্ষাজীবন ও জ্ঞানার্জন (النشأة العلمية): ইমাম সিরাজুদ্দীনের বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রণিধানযোগ্য:

- **পারিবারিক শিক্ষা:** তাঁর পিতা উসমান ছিলেন একজন দ্বীনদার ব্যক্তি। সম্ভ্রান্ত 'বনু তাঈ' বংশের সন্তান হিসেবে তিনি পারিবারিকভাবেই আরবি ভাষা,

সাহিত্য ও মৌলিক দ্বীনি শিক্ষার হাতেখড়ি নেন। শিশুকাল থেকেই তাঁর মধ্যে ধীশক্তি ও মেধার স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

- **মক্তব ও কুরআন হিফজ:** সে যুগের প্রথা অনুযায়ী, তিনি প্রথমেই পবিত্র কুরআন মজিদ হিফজ করেন এবং তাজবীদ শিক্ষা লাভ করেন। ওশ অঞ্চলের স্থানীয় মক্তবগুলোতে তিনি প্রাথমিক আররি ব্যাকরণ (নাহু-সরফ) আয়ত্ত করেন।

- **হাদিস ও ফিকহ চর্চা:** প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি উচ্চতর শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহদের সান্নিধ্যে থেকে হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বিশেষ করে হানাফি ফিকহের মূলনীতিগুলো (উসুলুল ফিকহ) তিনি খুব গভীরভাবে আয়ত্ত করেছিলেন।

৫. জ্ঞানার্জনের পরিবেশ: তিনি এমন এক সময়ে বেড়ে ওঠেন যখন ওশ ও ফারগানা অঞ্চলে বড় বড় মাদরাসা ও লাইব্রেরি ছিল। জ্ঞানপিপাসু হিসেবে তিনি স্থানীয় আলেমদের পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে জ্ঞান আহরণ করেছেন। তাঁর রচিত **'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'** অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে, তিনি যৌবনেই ফিকহী মাসয়ালা-মাসায়েলের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৬. উপসংহার (خاتمة): ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) ওশ অঞ্চলের এক পুণ্যময় ইলমী পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। জন্মভূমির ইলমী আবহাওয়া এবং পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁকে পরবর্তীতে 'সিরাজুদ্দীন' বা দ্বীনের প্রদীপ হিসেবে গড়ে উঠতে এবং একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করতে সহায়তা করেছে।

আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী 'ক' বিভাগের গ্রন্থকার পরিচিতি অংশের ৩ ও ৪ নং রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর **আল-ফাতাহ বা লেকচার গাইড**-এর আদলে এবং নির্ধারিত কাঠামো অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হলো।

প্রশ্ন-০৩: ইমাম সিরাজুদ্দীন যে সকল প্রখ্যাত শায়খদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর।

اذكر أشهر شيوخ الإمام سراج الدين الذين أخذ عنهم العلم، وما هي أبرز العلوم التي تلقاها على أيديهم؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোনো মনিষীর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপের অন্যতম মাপকাঠি হলো তাঁর আসাতীজা বা শিক্ষকদের পরিচয়। ইলমের সনদ বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এই দ্বীনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) ছিলেন সমসাময়িক কালের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিসদের সান্নিধ্যে থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত কালজয়ী গ্রন্থ 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' প্রমাণ করে যে, তিনি অত্যন্ত উচ্চমার্গীয় এবং দক্ষ শায়খদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছিলেন।

২. শায়খ বা শিক্ষকদের শ্রেণীবিভাগ (أقسام الشيوخ): ইমাম সিরাজুদ্দীনের জীবনী ও ইলমী সফর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি মূলত দুটি প্রধান ধারার শিক্ষকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। এই বৈচিত্র্য তাঁর ফিকহী চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করেছে:

- **মুহাদ্দিসীনে কেরাম (المحدثون):** যাদের কাছ থেকে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের আছার (বাণী) সনদসহ শিক্ষা লাভ করেছেন।

- **ফুকাহায়ে কেরাম (الفقهاء):** যাদের কাছ থেকে তিনি ফিকহ, উসুলুল ফিকহ এবং ফাতওয়া প্রদানের পদ্ধতি বা মানহাজ আয়ত্ত করেছেন। যেহেতু তিনি হানাফি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তাই তাঁর ফিকহী শিক্ষকরা ছিলেন তৎকালীন হানাফি জগতের স্তম্ভস্বরূপ।

৩. জ্ঞানার্জনের কেন্দ্র ও শিক্ষক (مراكز العلم والشيوخ): ইমামের নামের সাথে **'আল-ওশি'** (الأوشي) নিসবাহটি যুক্ত রয়েছে, যা নির্দেশ করে তিনি ফারগানা উপত্যকার 'ওশ' অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। সে যুগে ওশ এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো ছিল ইলমের এক উর্বর ভূমি।

- **স্থানীয় শায়খগণ:** তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি গঠিত হয় ওশ অঞ্চলের স্থানীয় আলেমদের হাতে। সেখানে তিনি পবিত্র কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন এবং আররি ভাষা, ব্যাকরণ ও তাজবীদ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর প্রথম শিক্ষক ছিলেন তাঁর পিতা উসমান ইবনে আলী, যিনি নিজেও একজন সম্ভ্রান্ত দ্বীনদার ব্যক্তি ছিলেন।

- **হানাফি শায়খগণ:** তিনি হানাফি ফিকহের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ হানাফি ফকীহদের কাছে শিক্ষা করেন। যদিও পাঠ্যসূচির সংক্ষিপ্ত পরিসরে সকল শিক্ষকের নাম উল্লেখ করা কঠিন, তবুও এটি নিশ্চিত যে তিনি 'বনু তাঈ' বা সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হিসেবে ফারগানা ও মা-ওয়ারাউন নাহর (ট্রান্সঅক্সিয়ানা) অঞ্চলের সেরা শিক্ষকদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন।

৪. শিক্ষকদের প্রভাব (تأثير الشيوخ): ইমাম সিরাজুদ্দীনের ওপর তাঁর শিক্ষকদের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী ও গভীর:

- **ফাতওয়া চয়ন পদ্ধতি:** তাঁর কিতাব 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'-তে তিনি মাসয়ালা চয়ন ও বিন্যাসে যে দক্ষতা ও প্রজ্ঞা দেখিয়েছেন, তা তাঁর উস্তাদদের প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণের ফল।

- **মাসয়ালার তাহকিক:** শিক্ষকদের থেকে তিনি শিখেছিলেন কীভাবে প্রচলিত হাজারো মাসয়ালার মধ্য থেকে শক্তিশালী ও দুর্বল মতের পার্থক্য করতে হয় এবং কীভাবে সমসাময়িক সমস্যার সমাধান দিতে হয়।

৫. অর্জিত জ্ঞানসমূহ (العلوم المستفادة): তিনি তাঁর শায়খদের কাছ থেকে প্রধানত যেসকল ইলম অর্জন করেন এবং যাতে পারদর্শিতা লাভ করেন:

- **ইলমুল ফিকহ (علم الفقه):** বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের সিদ্ধান্তসমূহ ও ফাতওয়া।

- **উসুলুল ফিকহ (أصول الفقه):** শরীয়তের উৎস থেকে আইন ও বিধান বের করার মূলনীতি।

- **ইলমুল কালাম ও আকাইদ:** আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বিশ্বাসগত বিষয়াবলী।

৬. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.)-এর ইলমী ভিত্তি ছিল অত্যন্ত মজবুত ও পাথরের ন্যায় শক্ত। যদিও তাঁর শিক্ষকদের সুনির্দিষ্ট তালিকা ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কিন্তু তাঁর অমর সৃষ্টি 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠতম শায়খদের ইলমী উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন। এই মহান শিক্ষকদের সংস্পর্শেই তিনি সাধারণ ছাত্র থেকে 'সিরাজুদ্দীন' বা 'দ্বীনের প্রদীপ' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

প্রশ্ন-০৪: জ্ঞানার্জনের জন্য ইমাম সিরাজুদ্দীন-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফরগুলো কী কী? এবং এ সফরগুলো তাঁর জ্ঞানের বিকাশে কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল?
(ما هي أهم رحلات الإمام سراج الدين في طلب العلم؟ وكيف أثرت هذه الرحلات في تكوينه العلمي؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামের সোনালী যুগে জ্ঞানপিপাসু আলেমদের জন্য ইলমী সফর বা **'রিহলা'** (الرحلة) ছিল শিক্ষার অপরিহার্য অংশ। প্রবাদ আছে, "যে আলেম সফর করেন না, তাঁর জ্ঞান পূর্ণতা পায় না।" ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.)-ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি ইলম অন্বেষণ, হাদিস সংগ্রহ ও ফিকহী অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তৎকালীন বিভিন্ন ইলমী কেন্দ্রে সফর করেন, যা তাঁকে একজন প্রাজ্ঞ মুফতি হিসেবে গড়ে তুলেছিল।

২. সফরের প্রেক্ষাপট ও লক্ষ্য (أهداف الرحلات): ইমাম সিরাজুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন ঐতিহাসিক 'ওশ' নগরীতে। সেখান থেকে তিনি ইলমের সন্ধানে বের হন। তাঁর সফরের মূল লক্ষ্যগুলো ছিল বহুমুখী:

- উচ্চতর ফিকহী জ্ঞান ও ফাতওয়া প্রদানের দক্ষতা অর্জন করা।
- বিখ্যাত মুহাদ্দিসদের থেকে সরাসরি সনদসহ হাদিস শোনা।
- বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি, সমস্যা ও মাসয়ালা সম্পর্কে অবগত হওয়া।

৩. গুরুত্বপূর্ণ সফরসমূহ (الرحلات المهمة): যদিও তাঁর সফরের দিন-তারিখের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সিলেবাসে নেই, তবুও তৎকালীন প্রথা ও তাঁর জীবনী বিশ্লেষণ করলে তাঁর প্রধান সফরগুলো চিহ্নিত করা যায়:

- **ফারগানা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল:** ওশ থেকে তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য ফারগানা উপত্যকার বিভিন্ন ইলমী হালকায় যাতায়াত করতেন। এটি ছিল তাঁর শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ।

- **বুখারা ও সমরকন্দ সফর:** সে যুগে হানাফি ফিকহের প্রাণকেন্দ্র ছিল বুখারা ও সমরকন্দ। নিজেকে একজন দক্ষ 'আল-হানাফি' ফকীহ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি নিশ্চিতভাবেই মধ্য এশিয়ার এই দুটি প্রধান শহরে সফর করেন। সেখানকার সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও পন্ডিতদের সান্নিধ্য তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

- **হজ ও হারামাইন শরীফাইন সফর:** একজন ধর্মপ্রাণ আলেম হিসেবে তিনি মক্কা ও মদিনা সফর করেন। এই সফর শুধু ইবাদত ছিল না, বরং সেখানে আগত বিশ্ববরণ্য আলেমদের সাথে মতবিনিময়ের এক বিশাল সুযোগ ছিল, যা তাঁর চিন্তাজগৎকে প্রসারিত করে।

৪. জ্ঞানের বিকাশে সফরের প্রভাব (أثر الرحلات في العلم): ইমাম সিরাজুদ্দীনের ইলমী ব্যক্তিত্ব ও ফিকহী মেজাজ গঠনে এই সফরগুলো গভীর প্রভাব ফেলেছিল:

- **দৃষ্টিভঙ্গির প্রশস্ততা:** এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় সফরের ফলে তিনি মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থা ও সমস্যা দেখার সুযোগ পান। এটি তাঁকে ফাতওয়া প্রদানে আরও নমনীয় ও বাস্তববাদী করে তোলে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে ব্যবহারিক জীবনের (যেমন: কসম, বিচার ব্যবস্থা, দাবি-দাওয়া) যে নিখুঁত সমাধান তিনি দিয়েছেন, তা এই অভিজ্ঞতারই ফসল।

- **মতভেদ নিরসন:** বিভিন্ন অঞ্চলের ফকীহদের সাথে আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে তিনি ফিকহী মতভেদগুলো (ইখতিলাফ) গভীরভাবে বুঝতে সক্ষম হন এবং হানাফি মাযহাবের রাজেহ (প্রাধান্যপ্রাপ্ত) মতগুলো শণাক্ত করতে পারেন।

- **আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি:** সফরের মাধ্যমে তিনি নিজেকে যাচাই করার সুযোগ পান এবং সমসাময়িক আলেমদের সাথে নিজের জ্ঞানের তুলনা করে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।

৫. গ্রন্থ রচনায় সফরের ভূমিকা: ইমাম সিরাজুদ্দীন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'** রচনার রসদ বা উপাদান সংগ্রহ করেছেন এই সফরগুলো থেকে। বইটির অধ্যায়গুলো—যেমন 'কিতাবুল কাজা' (বিচার ব্যবস্থা) বা 'ওকালতি'—প্রমাণ করে যে, তিনি বিভিন্ন জনপদের বিচারিক কার্যক্রম ও সামাজিক লেনদেন খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সফর না করলে এমন বাস্তবমুখী ফাতওয়া গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হতো না।

৬. উপসংহার (خاتمة): উপসংহারে বলা যায়, ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.)-এর জীবন ছিল ইলমের জন্য নিবেদিত এক অনন্ত সফর। 'ওশ' থেকে শুরু করে তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁর পদচারণা তাঁকে একজন সাধারণ আলেম থেকে 'মুফতি' ও 'ফকীহ' স্তরে উন্নীত করেছিল। তাঁর এই সফরগুলোই তাঁকে ফাতওয়া শাস্ত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত করেছে এবং তাঁর লেখনীকে করেছে কালজয়ী।

প্রশ্ন-০৫: ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফীর সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে তাঁর ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা কর এবং আলেমগণ তাঁর সম্পর্কে কী কী মন্তব্য করেছেন?
(تحدث عن مكانة الإمام سراج الدين العلمية بين علماء عصره - وما هي الأقوال التي قالها العلماء فيه؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দী ছিল ফাতওয়া সংকলন ও ফিকহী বিশ্লেষণের এক স্বর্ণযুগ। এই যুগে যে কয়জন ক্ষণজন্মা মনিষী তাদের প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, ইমাম সিরাজুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আলী বিন উসমান আল-ওশি আল-হানাফি (রহ.) তাদের মধ্যে অন্যতম। সমসাময়িক আলেম সমাজে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর ইলমী গভীরতা ও ফিকহী দূরদর্শিতা তাঁকে সমসাময়িকদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল।

২. সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা (مكانته بين المعاصرين): ইমাম সিরাজুদ্দীনের জীবনকাল ও কর্ম পর্যালোচনা করলে সমসাময়িক আলেমদের মাঝে তাঁর অবস্থানের নিম্নোক্ত দিকগুলো ফুটে ওঠে:

- **ফিকহী নেতৃত্ব:** তৎকালিন ফারগানা ও মা-ওয়ারাউন নাহর (ট্রান্সঅক্সিয়ানা) অঞ্চলে হানাফি মাযহাবের বহু আলেম বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু জটিল

মাসয়ালা সমাধান ও ফাতওয়া প্রদানে ইমাম সিরাজুদ্দীন ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সমসাময়িক আলেমগণ কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হতেন।

- **ফাতওয়া ও কাজা (বিচার) বিভাগে দক্ষতা:** তাঁর সমসাময়িক অনেক আলেম শিক্ষাদানে মশগুল থাকলেও তিনি ব্যবহারিক ফিকহ বা বিচারিক ফয়সালার ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর কিতাবে বিচার ব্যবস্থা ও ওকালতি অধ্যায়ের নিপুণ বিন্যাস প্রমাণ করে যে, তিনি শুধু তাত্ত্বিক আলেম ছিলেন না, বরং একজন ব্যবহারিক মুফতি ও ফকীহ ছিলেন।
- **শিক্ষক হিসেবে মর্যাদা:** তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠগুলোর অন্যতম প্রধান শায়খ ছিলেন। বহু ছাত্র ও আলেম তাঁর কাছ থেকে ফিকহ ও ফাতওয়ার সনদ গ্রহণ করেছেন।

৩. আলেমদের মন্তব্য ও উপাধি (أقوال العلماء وألقابه): যদিও প্রাচীন জীবনী গ্রন্থগুলোতে তাঁর সম্পর্কে সমসাময়িকদের সুনির্দিষ্ট উদ্ধৃতি খুব কম পাওয়া যায়, তথাপি আলেম সমাজ তাঁকে যেসকল উপাধি ও সম্মানে ভূষিত করেছেন, সেগুলোই তাঁর প্রতি আলেমদের মন্তব্যের সারনির্যাস। যেমন:

- **'সিরাজুদ্দীন' (سراج الدين - দ্বীনের প্রদীপ):** এটি তাঁর কোনো পৈতৃক নাম নয়, বরং এটি তাঁর অর্জিত উপাধি। তৎকালীন আলেম ও সমাজপতিরা দ্বীনের পথে তাঁর খেদমত দেখে তাঁকে এই লকব দিয়েছিলেন। সমসাময়িকরা মনে করতেন, তিনি ফিকহের আলো দিয়ে সমাজের অন্ধকার দূর করছেন।
- **'আল-ইমাম' (الإمام):** ফিকহী কিতাবসমূহে তাঁকে সম্মানসূচক 'ইমাম' বা নেতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সমসাময়িক মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ তাঁকে এই অভিধায় সম্বোধন করতেন, যা তাঁর নেতৃত্বের প্রমাণ বহন করে।

৪. ইলমী প্রভাব (التأثير العلمي): তাঁর মর্যাদার আরেকটি প্রমাণ হলো, তাঁর পরবর্তী যুগের বিখ্যাত ফকীহগণ তাঁর মতামতকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের পরবর্তী ফাতওয়া গ্রন্থগুলোতে (যেমন: ফাতওয়ায়ে আলমগিরি বা ফাতওয়ায়ে কাজি খান) ইমাম সিরাজুদ্দীনের উদ্ধৃতি ও সিদ্ধান্তগুলোকে দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

৫. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) ছিলেন তাঁর যুগের আলেমদের মধ্যমণি। সমসাময়িক ও পরবর্তী আলেমগণ তাঁকে 'সিরাজুদ্দীন' বা দ্বীনের প্রদীপ উপাধি দিয়ে তাঁর ইলমী মর্যাদাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে দক্ষ মুফতি, প্রজ্ঞাবান বিচারক এবং উঁচুমাপের শিক্ষক।

প্রশ্ন-০৬: ইমাম সিরাজুদ্দীন-এর রচিত গ্রন্থগুলোর নাম বর্ণনা কর এবং সেগুলোর প্রধান আলোচ্যবিষয় উল্লেখ কর।
(بين عدد مؤلفات الإمام سراج الدين واذكر موضوعاتها الرئيسية.)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) ছিলেন একাধারে ফকীহ, মুফতি এবং একজন শক্তিশালী লেখক। তাঁর লেখনী ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সারগর্ভ এবং দলিলনির্ভর। যদিও কালের বিবর্তনে তাঁর অনেক রচনা হারিয়ে গেছে বা আমাদের হস্তগত হয়নি, তবুও তাঁর যেসকল কাজ টিকে আছে, তা হানাফি ফিকহের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। বিশেষ করে 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' তাঁর অমর কীর্তি।

২. বিখ্যাত রচনাবলি (مؤلفاته المشهورة): সিলেবাস ও ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে তাঁর প্রধান গ্রন্থটি হলো:

- **নাম: আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া** (الفتاوى السراجية)।
- **পরিচিতি:** এটি হানাফি মাযহাবের একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ফাতওয়া গ্রন্থ। কামিল শ্রেণিতে পাঠ্য এই কিতাবটি ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য অপরিহার্য।

(অন্যান্য রচনা): ইতিহাসবিদদের মতে, তিনি আকিদা ও উসুল বিষয়েও কিছু পুস্তিকা রচনা করেছিলেন, তবে 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'-এর খ্যাতির আড়ালে সেগুলো খুব একটা প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। তাঁর প্রধান পরিচয় এই ফাতওয়া গ্রন্থের মাধ্যমেই ফুটে উঠেছে।

৩. গ্রন্থসমূহের প্রধান আলোচ্যবিষয় (الموضوعات الرئيسية): তাঁর রচনাবলি, বিশেষ করে 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'-এর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা

যায়, তিনি মূলত ব্যবহারিক ফিকহ বা মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থের প্রধান আলোচ্যবিষয়গুলো নিম্নরূপ:

- **ইবাদত সংক্রান্ত মাসয়ালা (العبادات):** পবিত্রতা, নামাজ, এবং বিশেষ করে **'জানাযা' (الجنائز)** ও দাফন-কাফনের বিধান। মৃত ব্যক্তির গোসল, জানাযার শর্ত এবং শহীদের বিধান নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

- **বিচার ও দণ্ডবিধি (القضاء والحدود):** তাঁর রচনার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বিচার ব্যবস্থা। তিনি **'কিতাবুল কাজা'** (বিচারকের দায়িত্ব), **'হুদুদ'** (শরঈ শাস্তি), **'চুরি' (السرقة)** এবং অপবাদের শাস্তি নিয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক আলোচনা করেছেন।

- **পারিবারিক ও সামাজিক আইন:** উত্তরাধিকার বা **'ফারায়েজ' (الفرائض)**, পরিত্যক্ত শিশু **(اللقيط)**, এবং হারানো প্রাপ্তি **(اللقطة)**-এর মতো সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে।

- **লেনদেন ও চুক্তি:** ওকালতি **(الوكالة)**, দাবি-দাওয়া **(الدعوى)** এবং স্বীকারোক্তি **(الإقرار)** সংক্রান্ত আইনি জটিলতা নিরসনে তাঁর লেখনী অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

- **কৌশল ও সমাধান (الحيل والمخارج):** শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে মানুষের কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন বৈধ কৌশল বা 'হিলা' সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন, যা মুফতিদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

৪. রচনার বৈশিষ্ট্য (خصائص مؤلفاته): তাঁর গ্রন্থগুলোর ভাষা অত্যন্ত মার্জিত এবং সংক্ষিপ্ত (Eijaz)। তিনি অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ আলোচনা পরিহার করে মূল ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত প্রদানে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর রচনায় হানাফি মাযহাবের জহিরুর রেওয়ায়াত বা প্রসিদ্ধ মতগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৫. উপসংহার (خاتمة): ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.)-এর রচনাবলি সংখ্যার দিক থেকে খুব বেশি না হলেও মানের দিক থেকে তা অনন্য। তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' হানাফি ফিকহের একটি পূর্ণাঙ্গ এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ। ইবাদত থেকে শুরু করে বিচার ব্যবস্থা পর্যন্ত

জীবনের সকল প্রয়োজনীয় দিক তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে।

প্রশ্ন-০৭: ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফীর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিশিষ্ট গুণাবলী ও মর্যাদাগুলো কী কী?
(ما هي أبرز مناقب وصفات الإمام سراج الدين الشخصية والعلمية؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): মানুষের মর্যাদা কেবল তার বংশ বা ধনের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং তার ইলম, আমল ও চারিত্রিক গুণাবলিই তাকে সম্মানের আসনে বসায়। ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিগত আভিজাত্য এবং ইলমী গভীরতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

২. ব্যক্তিগত গুণাবলি (الصفات الشخصية): তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগত গুণগুলো ফুটে ওঠে:

- **উচ্চ বংশীয় মর্যাদা:** তিনি আরবের বিখ্যাত 'বনু তাঈ' গোত্রের সন্তান ছিলেন। তাঁর নামের শেষে **'আত-তাইয়ী'** (الطائي) উপাধিটি তাঁর বংশগত আভিজাত্যের প্রমাণ। হাতেম তাঈ-এর বদান্যতার জন্য এই বংশ ইতিহাসে বিখ্যাত। ইমাম সিরাজুদ্দীনও ছিলেন অত্যন্ত উদার ও মহানুভব ব্যক্তিত্ব।

- **তাকওয়া ও পরহেজগারি:** তিনি ছিলেন একজন খাঁটি খোদাভীরু বুজুর্গ। ফাতওয়া প্রদানের মতো স্পর্শকাতর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা আল্লাহকে ভয় করতেন। তাঁর কিতাবে 'মুফতির আদব' অধ্যায়ে তিনি যে নসিহত করেছেন, তা তিনি নিজের জীবনেও বাস্তবায়ন করতেন।

- **বিনয় ও নম্রতা:** অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নিরহংকার। জ্ঞানপিপাসু ছাত্র এবং সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত কোমল।

৩. ইলমী বা জ্ঞানগত গুণাবলি (المناقب العلمية): একজন আলেম হিসেবে তাঁর যেসকল বৈশিষ্ট্য তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে, তা হলো:

- **ফিকহী গভীরতা (الرسوخ في الفقه):** তিনি ছিলেন ফিকহ ও উসুলুল ফিকহের একজন সাগর। বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের সূক্ষ্ম মাসয়ালাগুলো (নাওয়াদির) সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অত্যন্ত গভীর।

- **মাসয়ালা চয়নে দক্ষতা:** ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। হাজারো মতভিন্নতার মধ্য থেকে সঠিক ও রাজেহ (প্রাধান্যপ্রাপ্ত) মতটি বেছে নেওয়ার এক অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

- **বাস্তবমুখী জ্ঞান:** তিনি কেবল কিতাবি জ্ঞানে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। সমাজের মানুষের সমস্যা, বিচারিক কার্যক্রম এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা ছিল। এজন্য তাঁর ফতোয়াগুলো হতো অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও প্রয়োগযোগ্য।

- **সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ প্রকাশভঙ্গি:** জটিল বিষয়কে সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় উপস্থাপন করা ছিল তাঁর ইলমী বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দিক।

৪. মুফতি হিসেবে মর্যাদা: তিনি মুফতি হিসেবে এতটা গ্রহণযোগ্য ছিলেন যে, তৎকালীন কাজি বা বিচারকরা তাঁর ফতোয়া অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। 'সিরাজুদ্দীন' বা 'দ্বীনের প্রদীপ' উপাধিটি তাঁর ইলমী গুণাবলির শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি।

৫. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে একজন মুত্তাকি ও অভিজাত ব্যক্তি এবং ইলমী জীবনে একজন প্রজ্ঞাবান ফকীহ। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য এবং জ্ঞানের গভীরতা তাঁকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে রেখেছে। ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য তাঁর জীবনী ও গুণাবলি এক অফুরন্ত অনুপ্রেরণার উৎস।

গ্রন্থ পরিচিতি

প্রশ্ন-০৮: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি প্রদান কর। এর লেখকের সম্পূর্ণ নাম ও তাঁর ইন্তেকালের তারিখ কী?

عرف كتاب الفتاوى السراجية تعريفا وافيا - وما هو اسم مؤلفه بالكامل (وتاريخ وفاته؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে ফাতওয়া শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। হানাফি মাযহাবে যে কয়টি ফাতওয়া গ্রন্থ নির্ভরযোগ্যতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়ে যুগের পর যুগ টিকে আছে, তার মধ্যে **'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'** (الفتاوى السراجية) অন্যতম। কামিল (স্নাতকোত্তর) শ্রেণিতে পাঠ্য এই গ্রন্থটি ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য এক অনন্য পাথেয়।

২. গ্রন্থের নাম ও পরিচিতি (اسم الكتاب والتعريف): গ্রন্থটির মূল নাম **'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'**।

- **শাব্দিক অর্থ:** 'ফাতাওয়া' শব্দটি 'ফাতওয়া'-এর বহুবচন, যার অর্থ আইনি সিদ্ধান্ত বা সমাধান। আর 'সিরাজিয়া' শব্দটি এসেছে লেখকের উপাধি 'সিরাজুদ্দীন' থেকে, যার অর্থ 'প্রদীসম'। অর্থাৎ, গ্রন্থটির নাম দ্বারা বোঝানো হয় 'সিরাজুদ্দীনের ফাতওয়াসমূহ' বা 'আলোকিত ফাতওয়াসমূহ'।
- **বিষয়বস্তু:** এটি মূলত হানাফি ফিকহের ওপর ভিত্তি করে রচিত একটি ফাতওয়া সংকলন। এতে ইবাদত থেকে শুরু করে বিচার ব্যবস্থা, লেনদেন এবং দণ্ডবিধি পর্যন্ত বিভিন্ন অধ্যায়ে মানুষের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের শরঈ সমাধান দেওয়া হয়েছে।

৩. লেখকের নাম ও পরিচয় (اسم المؤلف): এই কালজয়ী গ্রন্থের প্রণেতা হলেন হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত হানাফি ফকীহ।

- **পূর্ণ নাম:** তাঁর নাম **আলী বিন উসমান** (علي بن عثمان)।
- **উপনাম ও লকব:** তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম হলো 'আবু মুহাম্মদ' এবং লকব বা উপাধি হলো **'সিরাজুদ্দীন'** (سراج الدين - দ্বীনের প্রদীপ)।

- **নিসবাহ:** জন্মস্থান ও বংশের দিক থেকে তিনি 'আত-তাইয়ী' (বনু তাঈ গোত্রীয়) এবং 'আল-ওশি' (ফারগানা উপত্যকার ওশ অঞ্চলের অধিবাসী)। মাযহাবগতভাবে তিনি 'আল-হানাফি'।

- **একনজরে নাম:** সিরাজুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আলী বিন উসমান আত-তাইয়ী আল-ওশি আল-হানাফি (রহ.)।

৪. লেখকের ইন্তেকাল (تاريخ الوفاة): ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) জ্ঞান-বিজ্ঞানের খেদমত শেষে হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে ইন্তেকাল করেন। ইতিহাসবিদদের মতে, তিনি **৫৬৯ হিজরি** মতান্তরে **৫৭৫ হিজরিতে** ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু ফিকহী জগতে এক বিশাল শূন্যতা তৈরি করেছিল।

৫. ফিকহী কিতাবসমূহের মধ্যে এর মর্যাদা (مكانة الكتاب): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' হানাফি মাযহাবের একটি মৌলিক রেফারেন্স বুক হিসেবে বিবেচিত হয়।

- **নির্ভরযোগ্যতা:** পরবর্তী যুগের বড় বড় ফকীহগণ, যেমন—ফাতওয়ায়ে আলমগিরি এবং ফাতওয়ায়ে শামীর সংকলকগণ এই কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

- **সংক্ষিপ্ততা ও সারগর্ভতা:** গ্রন্থটি খুব বেশি দীর্ঘও নয়, আবার খুব সংক্ষিপ্তও নয়। এতে অপ্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিতর্ক পরিহার করে সরাসরি মাসয়ালার সমাধান দেওয়া হয়েছে, যা মুফতিদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

৬. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' কেবল একটি কিতাব নয়, বরং এটি হানাফি ফিকহের এক প্রামাণ্য দলিল। ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দিয়ে এই গ্রন্থে শরীয়তের জটিল বিষয়গুলোকে সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা আজও মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ফিকহী মেধা বিকাশে সহায়তা করছে।

প্রশ্ন-০৯: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থে লেখকের রচনা পদ্ধতি (মানহাজ) ব্যাখ্যা কর। তিনি কীভাবে ফিকহী অধ্যায় ও মাসয়ালাগুলো বিন্যস্ত করেছেন?

اشرح منهج المؤلف في كتابه الفتاوى السراجية - وكيف قام بترتيب الأبواب (والمسائل الفقهية؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): যেকোনো গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে লেখকের রচনাশৈলী বা 'মানহাজ'-এর ওপর। ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) তাঁর 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে এক স্বতন্ত্র ও অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর এই পদ্ধতি গ্রন্থটিকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য এবং মুফতিদের কাছে ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছে।

২. রচনা পদ্ধতি বা মানহাজ (منهج التأليف): ইমাম সিরাজুদ্দীন গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করেছেন:

- **মাসয়ালা চয়ন:** তিনি গতানুগতিক সকল মাসয়ালা উল্লেখ না করে কেবল মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় এবং বেশি জিজ্ঞাসিত (Waqi'at) মাসয়ালাগুলো চয়ন করেছেন।

- **ভাষা ও শৈলী:** তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সংক্ষিপ্ত (Eijaz) আরবি ভাষা ব্যবহার করেছেন। দীর্ঘ তাত্ত্বিক আলোচনা বা দলিল-প্রমাণের ভারে লেখাটিকে জটিল করেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল সিদ্ধান্ত বা 'ফাতওয়া' জানানো, বিতর্কে জড়ানো নয়।

- **হানাফি মাযহাবের প্রাধান্য:** তিনি প্রতিটি মাসয়ালায় হানাফি মাযহাবের 'রাজেহ' (প্রাধান্যপ্রাপ্ত) এবং 'মুফতা বিহি' (যে মতের ওপর ফাতওয়া দেওয়া হয়) কলগুলো উল্লেখ করেছেন। মতভেদের ক্ষেত্রে তিনি হানাফি ইমামদের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত হিসেবে পেশ করেছেন।

৩. অধ্যায় ও মাসয়ালার বিন্যাস (ترتيب الأبواب): ফিকহী গ্রন্থগুলোর প্রচলিত ধারা অনুযায়ী তিনি তাঁর কিতাবকে অধ্যায় বা 'কিতাব' এবং পরিচ্ছেদ বা 'বাব'-এ বিভক্ত করেছেন। সিলেবাস ও গ্রন্থের কাঠামো অনুযায়ী তাঁর বিন্যাস পদ্ধতি নিম্নরূপ:

- **ইবাদত (العبادات):** গ্রন্থের শুরুতে তিনি ইবাদত সংক্রান্ত বিষয় এনেছেন। যেমন—সিলেবাসভুক্ত **'আল-জানায়েজ'** (জানাযা) অধ্যায়, যেখানে মৃত ব্যক্তির গোসল, দাফন ও জানাযার বিধান আলোচিত হয়েছে।

- **সামাজিক ও দণ্ডবিধি (المعاملات والحدود):** এরপর তিনি সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিধানগুলো এনেছেন। যেমন—**'কিতাবুল হুদুদ'** (শাস্তি) এবং

'আস-সারিকাহ' (চুরি)। এখানে অপরাধ ও তার শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে।

- **পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইন:** উত্তরাধিকার বা **'ফারায়েজ'**, **'কুড়িয়ে পাওয়া শিশু' (লাক্বীত)** এবং **'শপথ' (আইমান)** সংক্রান্ত অধ্যায়গুলো তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সাজিয়েছেন।

- **বিচার ব্যবস্থা (القضاء):** গ্রন্থের একটি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে বিচারিক কার্যক্রম। **'কিতাবুল কাজা'** (বিচার), **'আদ-দাওয়া'** (মামলা), **'আল-ইক্বার'** (স্বীকারোক্তি) এবং **'আল-ওয়াকালা'** (ওকালতি) অধ্যায়গুলো প্রমাণ করে যে, এটি বিচারকদের জন্য একটি হ্যান্ডবুক।

- **বিশেষ সংযোজন:** তাঁর রচনা পদ্ধতির একটি অনন্য দিক হলো **'আল-হিয়াল'** (কৌশল) এবং **'আদাবুল মুফতি'** (মুফতির শিষ্টাচার) অধ্যায়ের সংযোজন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে মানুষের সমস্যার সমাধান বা 'মাখরাজ' বের করতে হয়।

৪. বিন্যাসের যৌক্তিকতা: তিনি এলোমেলোভাবে মাসয়ালা সাজাননি। বরং মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যুপরবর্তী সম্পদ বণ্টন পর্যন্ত—জীবনের প্রতিটি ধাপের প্রয়োজন অনুযায়ী অধ্যায়গুলো বিন্যস্ত করেছেন।

৫. উপসংহার (خاتمة): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'-এর রচনা পদ্ধতি প্রমাণ করে যে, ইমাম সিরাজুদ্দীন ছিলেন একজন বাস্তববাদী ফকীহ। তিনি তাঁর মানহাজের মাধ্যমে তাত্ত্বিক ফিকহকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের উপযোগী করে তুলেছেন। তাঁর অধ্যায় বিন্যাস এবং মাসয়ালা উপস্থাপনের কৌশল গ্রন্থটিকে আজও প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে।

প্রশ্ন-১০: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এর মাসয়ালা সংগ্রহ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে ইমাম সিরাজুদ্দীন কোন কোন ফিকহী উৎসের উপর নির্ভর করেছেন?
(ما هي المصادر الفقهية التي اعتمد عليها الإمام سراج الدين في جمع وتحرير مسائل الفتاوى السراجية؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): কোনো ফাতওয়া গ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতা নির্ভর করে লেখক তাঁর তথ্য ও মাসয়ালাগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তার ওপর। ইমাম সিরাজুদ্দীন

আল-হানাফী (রহ.) তাঁর 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে নিজের মনগড়া কোনো কথা বলেননি, বরং তিনি ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস এবং হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে মাসয়ালা চয়ন ও সম্পাদনা করেছেন।

২. মৌলিক উৎসসমূহ (المصادر الأساسية): একজন মুজতাহিদ বা ফকীহ হিসেবে ইমাম সিরাজুদ্দীন মাসয়ালা সম্পাদনার ক্ষেত্রে চারটি মৌলিক উৎসের ওপর নির্ভর করেছেন:

- **আল-কুরআন:** তিনি সর্বাগ্রে আল্লাহর কিতাবের অকাট্য বিধানের ওপর ভিত্তি করে ফাতওয়া দিয়েছেন। বিশেষ করে মিরাস ও হুদুদের মাসয়ালায় তিনি কুরআনের আয়াতকে মূল ভিত্তি ধরেছেন।
- **আস-সুন্নাহ:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস ও আমল ছিল তাঁর দ্বিতীয় উৎস।
- **আল-ইজমা ও আল-কিয়াস:** সাহাবায়ে কেরাম ও মুজতাহিদ ইমামদের ঐকমত্য (ইজমা) এবং যুক্তিনির্ভর কিয়াসকে তিনি মাসয়ালা সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

৩. মাযহাবী উৎসসমূহ (المصادر المذهبية): যেহেতু এটি একটি হানাফি ফাতওয়া গ্রন্থ, তাই তিনি মাসয়ালা সংগ্রহের ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের পূর্ববর্তী ইমামদের কিতাব ও মতামতের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছেন:

- **জাহিরুর রিওয়ায়াত (ظاهر الرواية):** ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী (রহ.) রচিত ছয়টি মূল গ্রন্থ (যেমন—আল-মাবসুত, আল-জামি আস-সাগির, আল-জামি আল-কাবির) থেকে তিনি অধিকাংশ মাসয়ালা গ্রহণ করেছেন। হানাফি মাযহাবে এগুলোই সবচেয়ে বিশুদ্ধ উৎস।
- **ইমামদের ফতোয়া:** তিনি ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেখানে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, সেখানে তিনি মাযহাবের ফাতওয়া প্রদানের নীতি অনুযায়ী শক্তিশালী মতটি গ্রহণ করেছেন।
- **নাওয়াজিল ও ওয়াকিয়াত:** জাহিরুর রিওয়ায়াতের বাইরে পরবর্তী মাশায়েখদের ফাতওয়া বা সমসাময়িক উদ্ভূত সমস্যার সমাধানগুলোও তিনি তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।

৪. সম্পাদনার পদ্ধতি (طريقة التحرير): মাসয়ালা সংগ্রহের পর তিনি সেগুলো সম্পাদনা করেছেন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে:

- **যাচাই-বাছাই:** তিনি দুর্বল (জয়িফ) বা পরিত্যক্ত (শায) মতগুলো বর্জন করেছেন এবং কেবল সহীহ ও আমলযোগ্য মতগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন।
- **তুলনামূলক বিশ্লেষণ:** একাধিক মতের ক্ষেত্রে তিনি দালিলিক ভিত্তিতে যেটি সমাজের জন্য বেশি কল্যাণকর, সেটি নির্বাচন করেছেন। যেমন—'ইস্তিহসান' বা জনকল্যাণমূলক মতকে তিনি বহু জায়গায় কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

৫. প্রভাব: তাঁর এই উৎস নির্ভরতার কারণে 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' পরবর্তীকালের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া' (ফাতওয়ায়ে আলমগিরি) এবং 'রদ্দুল মুহতার'-এর অন্যতম উৎস বা 'মাসদার' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) তাঁর গ্রন্থে শরীয়তের মূল উৎসের সাথে হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোর এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে পূর্ববর্তী ইমামদের ইলমকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, যা তাঁর গ্রন্থকে একটি প্রামাণ্য দলিলের মর্যাদা দিয়েছে।

প্রশ্ন-১১: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থটি রচনার কারণ কী? এবং তা কি গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে?
(ما هو سبب تأليف كتاب الفتاوى السراجية؟ وهل ذكر في مقدمة الكتاب؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী আইনশাস্ত্র বা ফিকহ যখন তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে বেরিয়ে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের দাবি রাখে, তখনই ফাতওয়া গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে হানাফি মাযহাবের ফিকহ চর্চা যখন তুঙ্গে, তখন বিচারক ও মুফতিদের জন্য একটি সহজলভ্য, সারগর্ভ ও নির্ভরযোগ্য নির্দেশিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট থেকেই ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ **'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'** রচনা করেন। গ্রন্থটি রচনার পেছনে লেখকের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল।

২. গ্রন্থটি রচনার প্রেক্ষাপট ও কারণ (سبب التأليف): ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) কেন এই গ্রন্থটি রচনা করলেন, তা বিশ্লেষণ করলে প্রধানত তিনটি কারণ ফুটে ওঠে:

- **ব্যবহারিক নির্দেশিকা প্রদান:** তৎকালীন সময়ে ফিকহী মাসয়ালাগুলো বড় বড় গ্রন্থে (যেমন মাবসুত বা জামিউল কাবির) বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিল। বিচারক (কাজি) এবং মুফতিদের জন্য তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল, যেখানে অধ্যায়ভিত্তিক মাসয়ালাগুলো সাজানো থাকবে। ইমাম সিরাজুদ্দীন এই অভাব পূরণ করতেই কলম ধরেন।

- **শিক্ষার্থীদের অনুরোধ:** সাধারণত কদিম বা প্রাচীন গ্রন্থকারগণ তাঁদের ছাত্রদের অনুরোধে কিতাব রচনা করতেন। ইমাম সিরাজুদ্দীনও তাঁর শিষ্যদের ফিকহী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ফাতওয়া প্রদানে পারদর্শী করে তোলার লক্ষ্যে এই গ্রন্থটি সংকলন করেন। সিলেবাসে এই পত্রটির নাম 'দিরাসাতুল ফাতাওয়া' বা ফাতওয়া চর্চা রাখা হয়েছে, যা প্রমাণ করে গ্রন্থটি শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত।

- **হানাফি মাযহাবের বিশুদ্ধ মত সংকলন:** যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে অনেক দুর্বল মত সমাজে ছড়িয়ে পড়ছিল। ইমাম সিরাজুদ্দীন চেয়েছিলেন হানাফি মাযহাবের 'জহিরুর রেওয়ায়াত' বা বিশুদ্ধ মতগুলোকে একত্রিত করতে, যাতে মানুষ বিভ্রান্ত না হয়।

৩. গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ (الذكر في المقدمة): যে-কোনো শাস্ত্রীয় গ্রন্থের শুরুতে একটি 'খুতবাতুল কিতাব' বা ভূমিকা থাকে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়:

- **আল্লাহর প্রশংসা ও দরুদ:** লেখক প্রথা অনুযায়ী হামদ ও সালাতের মাধ্যমে কিতাব শুরু করেছেন।

- **উদ্দেশ্য বর্ণনা:** ভূমিকায় তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনি এমন একটি সংকলন তৈরি করতে চেয়েছেন যা হবে 'সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ' (ওয়াজিজ ও জামি)। তিনি দীর্ঘ তাত্ত্বিক বিতর্ক পরিহার করে সরাসরি ফয়সালা বা 'হুকুম' উল্লেখ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন, যা বিচারকার্য ও ফতোয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

- **নামকরণ:** তিনি তাঁর উপাধি 'সিরাজুদ্দীন' (দ্বীনের প্রদীপ)-এর সাথে মিল রেখে গ্রন্থের নাম রেখেছেন, যাতে এটি ফিকহের অন্ধকার পথে আলো ছড়াতে পারে।

৪. রচনার ধরণ ও উপযোগিতা: রচনার কারণটি গ্রন্থের বিন্যাস দেখলেই বোঝা যায়। তিনি 'কিতাবুল কাজা' (বিচার ব্যবস্থা), 'হুদুদ' (শাস্তি) এবং 'হিয়াল' (কৌশল)-এর মতো ব্যবহারিক অধ্যায়গুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে, তিনি কেবল মাদরাসার চার দেয়ালের জন্য নয়, বরং আদালতের এজলাস এবং মুফতির দরবারের জন্য এই কিতাবটি রচনা করেছেন।

৫. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' রচনার মূল কারণ ছিল ফিকহী জ্ঞানকে সহজ ও প্রয়োগযোগ্য করা। ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) তাঁর যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে এবং হানাফি মাযহাবকে সুসংহত করার লক্ষে এই মহান দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর এই সৎ উদ্দেশ্যের কারণেই গ্রন্থটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফিকহ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যতালিকায় নিজের স্থান ধরে রেখেছে।

প্রশ্ন-১২: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এর এমন কিছু মাসয়ালার উদাহরণ ব্যাখ্যা কর যা লেখকের সূক্ষ্মতা এবং ফিকহী জ্ঞানের প্রশস্ততা প্রকাশ করে।
(تناول بالشرح نماذج من مسائل الفتاوى السراجية التي تظهر دقة المؤلف وسعة اطلاعه الفقهي.)

১. ভূমিকা (مقدمة): একজন লেখকের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতা ফুটে ওঠে তাঁর উপস্থাপিত জটিল মাসয়ালাগুলোর সমাধানের মাধ্যমে। ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) তাঁর 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে এমন কিছু সূক্ষ্ম ও জটিল মাসয়ালা আলোচনা করেছেন, যা তাঁর অগাধ ফিকহী প্রজ্ঞা (ফিকহুন নাফস) ও দূরদর্শিতার স্বাক্ষর বহন করে।

২. লেখকের সূক্ষ্মতার উদাহরণ (نماذج من دقة المؤلف): গ্রন্থটিতে বর্ণিত হাজারো মাসয়ালার মধ্য থেকে লেখকের পাণ্ডিত্য প্রকাশক কয়েকটি বিশেষ উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

(ক) অস্পষ্ট লিঙ্গের উত্তরাধিকার (মাসয়ালাতুল খুনসা): 'কিতাবুল খুনসা' বা উভয় লিঙ্গের ব্যক্তি অধ্যায়ে ইমাম সিরাজুদ্দীন অত্যন্ত সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়েছেন।

- **মাসয়ালা:** একজন ব্যক্তি যার পুরুষ ও নারী উভয় অঙ্গ বিদ্যমান, তার লিঙ্গ কীভাবে নির্ধারিত হবে?
- **লেখকের সমাধান:** ইমাম সিরাজুদ্দীন কেবল বাহ্যিক অঙ্গ দেখেই ফয়সালা দেননি। তিনি প্রস্রাবের নির্গমন পথ (Makhrajul Baul)-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। যদি তা অস্পষ্ট হয়, তবে তিনি বালেগ হওয়ার আলামত এবং মানসিক ঝোঁকপ্রবণতাকে বিবেচনার কথা বলেছেন। উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি 'সতর্কতামূলক নীতি' অবলম্বন করে খুনসার জন্য অপেক্ষাকৃত কম অংশটি নির্ধারণের রায় দিয়েছেন, যাতে অন্য ওয়ারিশদের হক নষ্ট না হয়। এই বিশ্লেষণ তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণের ফল।

(খ) শরীয়তসম্মত কৌশল (বাবুল হিয়াল): 'হিয়াল' বা কৌশল অধ্যায়টি লেখকের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

- **মাসয়ালা:** কোনো ব্যক্তি কসম খেল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলবে না, কিন্তু প্রয়োজনবশত কথা বলতেই হচ্ছে। এমতাবস্থায় কসমও ভঙ্গ হবে না আবার কথাও বলা যাবে—এমন উপায় কী?
- **সমাধান:** লেখক দেখিয়েছেন যে, শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে কীভাবে শব্দ চয়ন পরিবর্তন করে বা শর্ত সাপেক্ষে কাজ করে শপথ রক্ষা করা যায়। এটি শরীয়তকে ফাঁকি দেওয়া নয়, বরং মানুষকে পাপ (কসম ভঙ্গের গুনাহ) থেকে বাঁচানোর একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থা বা 'মাখরাজ'।

(গ) বিচারিক সাক্ষ্যপ্রমাণ (বাবুল কাজা): বিচারকার্যে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কঠোর ও সূক্ষ্ম নীতি বর্ণনা করেছেন।

- **বিশ্লেষণ:** যখন বাদী ও বিবাদী উভয়েই প্রমাণ (বাইয়্যিনাহ) পেশ করে, তখন কার প্রমাণটি অগ্রাধিকার পাবে—এ নিয়ে তিনি 'স্বত্বের প্রমাণ' এবং 'দখলিস্বত্বের প্রমাণ'-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, কেবল দখল থাকলেই মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। এই আইনি সূক্ষ্মতা তাঁর বিচারিক অভিজ্ঞতার প্রমাণ দেয়।

৩. জ্ঞানের প্রশস্ততা (سعة اطلاعه): লেখকের জ্ঞানের পরিধি বোঝা যায় যখন তিনি একই মাসয়ালায় ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতভিন্নতা উল্লেখ করে 'রাজেহ' বা শক্তিশালী মতটি উল্লেখ করেন।

- **উদাহরণ:** 'কিতাবুল কাসব' বা উপার্জন অধ্যায়ে তিনি হালাল-হারামের সীমারেখা টানতে গিয়ে সমসাময়িক অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলোকেও স্পর্শ করেছেন।

৪. উপসংহার (خاتمة): উপর্যুক্ত উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে, ইমাম সিরাজুদ্দীন কেবল একজন সাধারণ ফতোয়া সংকলক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন গভীর পর্যবেক্ষক ও মুজতাহিদসুলভ যোগ্যতাসম্পন্ন ফকীহ। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'-এর প্রতিটি অধ্যায়, বিশেষ করে খুনসা, হিয়াল ও কাজা অধ্যায়গুলো তাঁর ইলমী সূক্ষ্মতা ও প্রশস্ততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন-১৩: হানাফী মাযহাবের ফিকহী অধ্যয়নের উপর 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থের শিক্ষাগত ও বাস্তবিক প্রভাব কী? বর্ণনা কর।
(ما هو الأثر العلمي والعملي لكتاب الفتاوى السراجية على الدراسات الفقهية في المذهب الحنفي؟ بين.)

১. ভূমিকা (مقدمة): কোনো গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাব পরিমাপ করা হয় পরবর্তী প্রজন্মে তার উপযোগিতা দিয়ে। হানাফি মাযহাবের ইতিহাসে 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' এমন একটি গ্রন্থ, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফিকহী অধ্যয়ন ও বিচারিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে আসছে। শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে আদালত পর্যন্ত এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

২. শিক্ষাগত প্রভাব (الأثر العلمي): মাদরাসা শিক্ষা ও ফিকহ চর্চায় এই গ্রন্থটির অবদান অনস্বীকার্য:

- **মুফতি তৈরির কারিগর:** কামিল বা স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে এই গ্রন্থটি পাঠ্যভুক্ত করার মূল উদ্দেশ্য হলো ছাত্রদেরকে 'মুফতি' হিসেবে গড়ে তোলা। এটি ছাত্রদের শেখায় কীভাবে উসুল বা মূলনীতি থেকে ফুরু বা শাখা মাসয়ালা বের করতে হয়।

- **ফাতওয়া লিখন পদ্ধতি শিক্ষা:** এই গ্রন্থে 'আদাবুল মুফতি' বা মুফতির শিষ্টাচার অধ্যায়টি শিক্ষার্থীদের শেখায় কীভাবে প্রশ্ন গ্রহণ করতে হয়, কীভাবে উত্তর লিখতে হয় এবং উত্তরের ভাষা কেমন হওয়া উচিত। এটি ফাতওয়া লিখন বা 'তামরিনুল ফাতওয়া'র জন্য একটি আদর্শ মডেল।

- **পরবর্তী গ্রন্থগুলোর উৎস:** হানাফি মাযহাবের পরবর্তী বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ, যেমন—উপমহাদেশের বিখ্যাত **'আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া'** (ফাতওয়ায়ে আলমগিরি) এবং আল্লামা ইবনে আবেদিন শামীর **'রদ্দুল মুহতার'**-এ 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, উচ্চতর গবেষণায় এটি একটি অপরিহার্য উৎস।

৩. বাস্তবিক বা ব্যবহারিক প্রভাব (الأثر العملي): তাত্ত্বিক শিক্ষার বাইরে ব্যবহারিক জীবনেও এই গ্রন্থের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে:

- **বিচার ব্যবস্থার নির্দেশিকা:** মধ্য এশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসনামলে বিচারকগণ (কাজি) বিচারকার্যের জন্য এই গ্রন্থের ওপর নির্ভর করতেন। বিশেষ করে জমি-জমা, উত্তরাধিকার (ফারায়েজ) এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় এই গ্রন্থের ফতোয়াগুলো 'নজির' বা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

- **সামাজিক সমস্যার সমাধান:** গ্রন্থটিতে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় (যেমন—হারানো বস্তু, শিকার, কোরবানি) আলোচিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ ও ইমামগণ সহজেই শরীয়তের বিধান জানতে পারেন।

- **আইনি জটিলতা নিরসন:** 'কিতাবুল হিয়াল' বা কৌশল অধ্যায়টি আইনজীবীদের দেখিয়েছে কীভাবে শরীয়তের গণ্ডিতে থেকে মক্কেলের বৈধ স্বার্থ রক্ষা করা যায়। এটি ইসলামি আইন পেশার বিকাশে ভূমিকা রেখেছে।

৪. হানাফি মাযহাবে অবস্থান: হানাফি মাযহাবে ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে যে 'তরজিহ' বা প্রাধান্য দেওয়ার নীতি রয়েছে, তাতে ইমাম সিরাজুদ্দীনের মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। তাঁর ফতোয়াগুলো মাযহাবের 'মুফতা বিহি' (যার ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়) মত হিসেবে স্বীকৃত।

৫. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' হানাফি ফিকহের অধ্যয়নে এক বৈপ্লবিক প্রভাব ফেলেছে। এটি একদিকে শিক্ষার্থীদের জন্য ফিকহী জ্ঞানের ভাণ্ডার, অন্যদিকে বিচারক ও মুফতিদের জন্য নির্ভুল দিকনির্দেশনা। শিক্ষাগত ও বাস্তবিক উভয় জগতেই গ্রন্থটি হানাফি মাযহাবের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে আজও দেদীপ্যমান।